সংবাদ

.০০০ 032

তারিখ ... ...২২।১১।৮৪
পৃষ্ঠা... .. ... ।কলাম... ৬...

তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের ট্রাক উঠিয়ে দেয়া এবং একুশের পূর্ব রাতে শহীদ মিনারের ঘটনাবলীর জন্যে গঠিত তদন্ত কমিশনের দুটি রিপোর্ট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, 'প্রকাশিত রিপোর্টে যদিও এটা সুস্পষ্ট যে, এ হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব সরকার ও তার বাহিনীর তবু সরকারী দায়কে লাঘব করার জন্যে মাননীয় বিচারপতির তদন্তের এখতিয়ারকে শুধুমাত্র কর্মরত পুলিশ, ড্রাইভার, ট্রাফিক আইন ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে।

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

তদন্ত রিপোর্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিবৃতিতে, বলা হয়, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐ দিনের মিছিলের গতিরোধ বা ছত্রভঙ্গ করার জন্য মিছিলের সামনে বা পিছন থেকে পুলিশ কোন বাধা বা সতর্কতামূলক হুঁশিয়ারি দেয়নি। শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর বিনা উস্কানিতে ছাত্রদের সম্পূর্ণ অজান্তে হঠাৎ করে বেপরোয়াভাবে ট্রাকটি উঠিয়ে দেয়া হয়, যার পরিণতিতে সেলিম-দেলোয়ার ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন এবং আবদুস সাত্তার পঙ্গু হয়ে যান। ওই সময়ে সরকারী প্রেসনোটে ব্রেকফেল করার কথা বলা হয়ে থাকলেও তদন্তে এটা প্রতিফলিত হয়েছে, গাড়ীর ব্রেক সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই মিছিলের ওপর ট্রাক উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে শহীদ মিনারের ঘটনার তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "ছাত্র সমাজের হাতে লাঠি ছিল না"। নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ নামধারীদের উস্কানি সত্ত্বেও উপাচার্যের অনুরোধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা সংযত ছিল। কিন্তু সরকারী সংগঠন জনস্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের দুর্বৃত্তরা লাঠিসোঁটা নিয়ে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। এটা স্পষ্ট যে, সরকার সমর্থিত দুর্বৃত্তরাই ডঃ খায়রুল বাশারকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

বিবৃতিতে উল্লেখিত ঘটনার নির্দেশদানকারী ও দুর্বৃত্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের দাবী জানানো হয়।